দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

003

শিক্ষাঙ্গন

বাংলায় অনার্স কোর্স

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিএ-তে, তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স গ্রহণ করে থাকে। তারা তাদের রুচি মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত কোর্স গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সন থেকে এ কোর্স বাংলা ভাষায় চালু রয়েছে। অতঃপর তারা বিএ অনার্স কোর্স পাস করে এমএ-ও বাংলায় নিয়ে থাকে।

স্বাধীনতার পূর্বে বিভিন্ন সরকারী কলেজে এ কোর্স চালু ছিল। ফলে, ৩ বছরের মধ্যে এ কোর্স শেষ হতো। আজকাল আর তেমনটি নেই। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কোর্স চালু রয়েছে বটে, তবে সেসন জটের বদৌলতে ৬ বছরে ঐ কোর্স শেষ হয় না। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা বয়সের দিক দিয়ে যেমন চাকরি হারায়, অন্যদিকে, তাদের অভিভাবকগণও আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি বহু অভিভাবককে তাদের সন্তানদের জন্য ভিটে মাটি বিকিকিনি পর্যন্ত করতে হয়। বাংলায় অনার্স কোর্স পাস করে তারা যোগ্যতা ভিত্তিক চাকরি না পেয়ে অতি সামান্য বেতনের চাকরি করতে দ্বিধা বোধ করছে না। অনেকই আবার বেকার হয়ে রয়েছে।

আবার বিদেশে গিয়েও অনেক উচ্চ ডিগ্রীধারীরাও চাকরি হতে বঞ্চিত রয়েছে। এমনকি অনার্স পাস করে বিসিএস দিয়েও বহু বেকার রয়েছে। প্রকাশ, এখনও নাকি, আমাদের দেশের ৬৫০ জন বিসিএস বেকার রয়েছে। চাকরির সংস্থান না করে, অর্থাৎ বেকারদেরকে চাকরি না দিয়ে এ পরীক্ষার মূল্য কি?

অতীতে আইএ থেকে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। পরে ক্রমে ক্রমে এ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হয়। এ বিলোপ সাধনই হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষার অধঃপতনের কারণ।

পূর্ব আমলে ম্যাট্রিক কোর্সে ইংরেজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। সে আমলে, বিএ, এমএ পাস করে ইংরেজী ভাষায় কবি সাহিত্যিকদের লেখা বই পুস্তক অনুবাদ করে যশস্বী হতেন। অনেকে ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নও করতে পারতেন।

কিন্তু, এখন আর সে যুগ নেই। অনার্স ও এমএ পাস করে দুটি বাক্য ইংরেজীতে লেখার যোগ্যতা বহু ছাত্র-ছাত্রীদের হয় না।

আমাদের মতে, প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটাতে হলে আইএ থেকে অনার্স কোর্সসহ এমএ পর্যন্ত ইংরেজী মাধ্যম প্রবর্তন করা উচিত। কেননা, ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক বহুল প্রচারিত ভাষা। এ ভাষায় জ্ঞানগুণ সম্পর্কীয় বহু বই পুস্তক রয়েছে।

তবে, যারা মেধাবী তাদের জন্যই ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা উচিত। তা হলে, এঁরা উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আজকাল আমাদের দেশে যে হারে স্কুল কলেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সুলক্ষণ নয়। কেননা, ওগুলো বেকারত্বই সৃষ্টি করবে।

আমরা মনে করি, সাধারণ শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজের সংখ্যা সীমিত করা উচিত। এবং মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুউচ্চ ডিগ্রীর পথ প্রশস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কম এবং ওগুলো থেকে প্রতি বছর কম সংখ্যক ছাত্রই কেবল পাস করে থাকে। যারা মেধারী তারাই এ উচ্চ ডিগ্রী লাভে সমর্থ হয়। তাই তারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করে থাকে। রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে তারা বোঝা হয়ে কাল কাটায় না।

—এম, এ, বশির